Available online at http://www.ijims.com
ISSN - (Print): 2519 – 7908 ; ISSN - (Electronic): 2348 – 0343
IF:4.335; Index Copernicus (IC) Value: 60.59; UGC Recognized -UGC Journal No.: 47192. 1st July

# Sikha O Muktir Swaroop

# শিক্ষা ও মুক্তির স্বরূপ

Rumi Saha
শিক্ষিকা, অ্যাভলন ডে স্কুল

## সারসংক্ষেপ

বিদ্যা ও শিক্ষা এর সংকীর্ণ অর্থ হল রুজিরোজগারের জন্য শিক্ষা, কিন্তু ব্যাপকতায় শিক্ষার অর্থ অনেক গভীর। মানুষকে বাঁচার জন্য শিক্ষা প্রদানই আসল শিক্ষা। জীবনের মূল সত্য ব্রহ্মে উপনীত, তাকে উপলব্ধি করে মৌলিকতা, আত্মনির্ভরতা লাভ করাই শিক্ষার লক্ষ্য।

সূচক শব্দ : বিদ্যা ও শিক্ষার স্বরূপ, অন্তরের সত্তা, কর্মাচরণ, আন্তরিক প্রচেষ্টা, শিক্ষা ও ধর্ম, ইতিবাচক শিক্ষা, অনুপ্রেরণা, আত্মনির্ভরতা, নারীশিক্ষা, মাতৃভাষায় শিক্ষা, উপযোগিতা।

## Article

বিদ্যা ও বিমুক্তি শব্দযুগল তৎসম। এখন প্রশ্ন হল বিদ্যা কি? বিদ্যা শব্দটির মধ্যে নাকি কোনো কিছুকে জানার একটা ইঙ্গিত মেলে। এখন প্রশ্ন হল কী জানা? নিন্দুকদের মতে, জানার কোনো শেষ নাই জানার চেষ্টা বৃথা তাই। কিন্তু তাতো নয়, তাহলে জানা এ বিষয়ে ব্যাখ্যাটি কি? জানার পরিধি কি কেবলমাত্র বিজ্ঞানের আর্কিমিডিসের সূত্র থেকে ইতিহাসের পলাশী যুদ্ধে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা পর্যন্ত প্রত্যেকটি পাঠ্যপুস্তকের যাবতীয় বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আত্তীকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাকি এর মধ্যে আছে কোনো গূঢ়তত্ব লাভের ইঙ্গিত? সংবেদনশীল যারা, যারা আধ্যাত্মিক তত্বে কিছুটা হলেও বিশ্বাসী তাদের কাছে বিদ্যালাভের প্রয়োজনীয়তা মুক্তিতে। যা মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতি তথা আত্মোন্নতির সহায়ক হয়ে মুক্তির পথনির্দেশ করে, তাই বিদ্যা। মানুষের সচেতন, অচেতন এবং অবচেতন মনের যাবতীয় মালিন্য, কালিমাকে সমূলে বিনাশ করে তাকে sublimation অর্থাৎ মঙ্গলজনক পথে চালিতকরণ বা উন্নীতকরণই বিদ্যা বা শিক্ষার লক্ষ্য। যার মাধ্যমে মানুষ ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করে, সংকীর্ণ অর্থে তাই হল শিক্ষা। কিন্তু ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল বিমুক্তির সোপান, মানবোত্তরণের পথ। তাই কুসুমাস্তীর্ণ না হলেও কন্টকাকীর্ণ পথেই তা জেয়।

আমরা যে বলি মানুষ 'জানে', ঠিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে বলা ভালো মানুষ 'আবিষ্কার করে' (Discovers) বা 'আবরণ উন্মোচন করে'। Discover শব্দটির অর্থ অনন্ত জ্ঞানের খনিস্বরূপ নিজের যে আত্মা তার উপর থেকে আবরণ সরিয়ে নেওয়া। বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার ও তাঁর মনের গ্রন্থাগার থেকেই। তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে আগে থেকে যে ভাবপরম্পরা ছিল তিনি সেগুলি আরেক এভাবে সাজিয়ে সেগুলির মধ্যে একটা নতুন শৃঙ্খলা আবিষ্কার করলে, তাকেই আমরা মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বলি। তা আপেলে বা পৃথিবীর কেন্দ্রে কোনো কিছুতে ছিল না। অতএব লৌকিক বা পারমার্থিক সমস্ত জ্ঞানই মানুষের মনে।

তাই স্বামীজীর অমোঘ বাণী- 'Education is the Manifestation of Perfection already in Man' অর্থাৎ মানুষের অন্তরে যে পূর্ণত্ব প্রথম থেকেই আছে তারই প্রকাশ সাধনকে বলে শিক্ষা। বেদান্তের শিক্ষাও সমরূপ। অতি বড় কলের জাহাজ, মহাবলবান রেলের ইঞ্জিন তারও জড়, চলে ফেরে ধাবমান হয়, কিন্তু জড়। আর একটি ক্ষুদ্র কীটানু যখন রেলের গাড়ীর পথ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সরে যায়, তখন ওটির চৈতন্যশীলতার প্রমাণ হয়। যন্ত্রে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ নেই, যন্ত্র নিয়মকে অতিক্রম করতে চায় না, কীটটি নিয়মকে বাধা দিতে চায়, নিয়মের বিপক্ষে উত্থিত হয়, তাই সে চেতন। এই ইচ্ছাশক্তির যেখানে যত সফল বিকাশ সেখানে সুখ তত অধিক, সে জীব তত বড়। এই কর্মাচরণই জীবন, আর সেখানেই মুক্তি। ঈশ্বরে ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ সফলতা, তাই তিনি সর্বোচ্চ। যে শিক্ষা দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাই শিক্ষা। মনকে তথ্য ভারে ভারাক্রান্ত করা প্রকৃত শিক্ষা নয়, তাতে কোনো সুখ তো হয়ই না, বরং কার্যকালেও কোনো কাজে আসে না। এই বিষয়ে মহামতি চাণক্যের নির্দেশ----

পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্।
কার্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্।।

মাথায় কতগুলো তথ্য বাইরে থেকে প্রবেশ করানো হলে কেবল তোতাকাহিনীরই পুনরাবৃত্তি হবে। স্বামীজি মতে---- শিক্ষা বলতে যদি শুধু তথ্য সংগ্রহ বোঝায় তবে তো লাইব্রেরীগুলি জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, বিশ্বকোষগুলি এক একজন ঋষি। যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর সাধারণকে জীবন সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায়, যা মানুষের চরিত্রবল, পরার্থ তৎপরতা, সিংহ সাহসিকতা এনে দেয়, জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায় তাই শিক্ষা। ভারতবর্ষের তপোবনে দ্বিজবটুগণ মন্ত্র আবৃত্তি করেছেন-

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিসু যো বনস্পতিসু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।।

[যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে আবিষ্ট হয়ে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে নমস্কার করি।]

অগ্নি, বায়ু, জল-স্থল বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করে দেখতে শেখাই যথার্থ শেখা।

শিক্ষার সঙ্গে ধর্মও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষার গোড়ার কথা ধর্ম। অধর্মাচরণ করে শিক্ষালাভ সম্ভবপর নয়। ধর্মপ্রচারের সাথে সাথেই অনিবার্যভাবে লৌকিক বিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা যা কিছু প্রয়োজন তা আসবে। কিন্তু ধর্মহীন হয়ে লৌকিক জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা করলে তা সর্বসাধারণের হৃদয়গ্রাহী কখনোই হবে না। সাধারণকে কেবল ইতিবাচক শিক্ষা (Positive ideas) দিতে হবে। কারণ নেতিবাচক শিক্ষা (Negative thought) মানুষকে অন্তর থেকে শক্তিহীন করে। দুই পদক্ষেপ এগোনোর পরিবর্তে চার পদক্ষেপ পশ্চাৎগামী করে। ভাগ্যকে সাফল্য বা ব্যর্থতার কারণ ভাবলে মানুষের আত্মপ্রত্যয় মন্দীভূত হয়। তাদের অবগত হতে হবে যে, সুপ্ত সিংহের মুখে কখনও মৃগ প্রবেশ করে না----

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহম্ উপৈতি লক্ষ্মী।
দৈবং দেয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি।।

মানুষের কোনো ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাতেও ভুলপ্রমাদ না দেখিয়ে ঐসব বিষয়কে কিভাবে সমৃদ্ধতর করে তোলা যায় তা দেখাতে পারলে সে নিষ্ঠার সঙ্গে সঠিক কার্যসাধনে তৎপর হবে। কিন্তু আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় স্কুলবালককে তার ব্যর্থতার জন্য তিরস্কার করা হয়ে থাকে। যার অনিবার্য ফল- শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা। যে শ্রদ্ধা বেদ বেদান্তের মূলমন্ত্র, যে শ্রদ্ধা নচিকেতাকে যমের মুখে গিয়ে প্রশ্ন করতে সাহসী করেছিল, যে শ্রদ্ধাবলে এই জগৎ চলছে সেই আবশ্যিক শ্রদ্ধার লোপ, তাই আমরা বিনাশের এত নিকট।

মানুষকে যদি আত্মনির্ভরতার শিক্ষা না দেওয়া হয়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত হবে না। তাই স্বনির্ভরতার শিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক। প্রকৃত শিক্ষার অভাবই আজ মানুষ হত দরিদ্র সর্বতোভাবে। শিক্ষা যথোপযুক্ত হলে তা হতে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয় বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জেগে ওঠেন। আর বিপরীত ক্ষেত্রে ক্রমেই তিনি সংকুচিত হন। তৃণমূলস্তর তথা নারীদের মধ্যে শিক্ষার উন্মেষ না হলে সর্বাঙ্গীন উন্নতি কদাপি সম্ভব হয়। কারণ সন্তানের শিক্ষার জন্য প্রয়োজন মায়ের শিক্ষা।(Because a Woman Who is a lady today, will be a mother in future. So, women education is essential to literate their children)

অধিকন্তু যে ভাষা জনগণের দরবারে বোধগম্য হয়, সে ভাষাতেই শিক্ষা প্রদান বাঞ্ছনীয়। কারণ আঙ্গল ভাষা কাজের ভাষা কিন্তু আমাদের ভাবের ভাষা মাতৃভাষা বাংলা, তাই কোনোরকমে ইংরেজি ভাষা প্রয়োগের প্রচেষ্টা থেকে যদিবা একটা অর্থ বের হয় আমাদের কাছে কিন্তু তাতে সুখ ও সত্য কিছুই থাকে না। এপ্রসঙ্গে শঙ্করাচার্যের বচন প্রণিধানযোগ্য----

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।

এভাবে না হয় বাংলা শেখা, না হয় ভালোভাবে ইংরেজী শেখা।

পরিশেষে বক্তব্য, মানুষের অন্তরে যেন 'ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি' এই মহামন্ত্র ধ্বনিত হয়। যার অর্থ যা ভূমা যা মহান তাই সুখ, অল্পে সুখ নেই। ব্যষ্টির জন্য নয়, সমষ্টির স্বার্থে আমরা যেন নিবেদিতপ্রাণ হই। শুধু ধর্ম, অর্থ, কাম নয় মোক্ষলাভেও তৎপর হই। ভারতবর্ষের প্রাচীন তপোবনে ব্রহ্মবিদ্যা পরায়ন গুরু মুক্তিকাম ছাত্রগণকে যে মন্ত্রে আহ্বান করেছিলেন, সেই মন্ত্রের অনুরণনে সচেষ্ট হই----

(১) সহ বীর্যং করবাবহৈ (অর্থাৎ আমরা উভয়ে মিলিত হয়েই যেন বীর্য প্রকাশ করি)

(২) তেজস্বিনাবধীতমস্তু (তেজস্বীভাবে আমাদের অধ্যয়ন অধ্যাপনা হোক)

(৩) মা বিদ্বিষাবহৈ (পরস্পরের প্রতি যেন আমরা বিদ্বেষ না করি)

সহায়ক গ্রন্থ

১। আমার ভারত অমর ভারত, স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা- ৭০০০২৯

২। অচেনা অজানা বিবেকানন্দ, শংকর (২০০৩), সাহিত্যম্, ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০৭৩

৩। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ঝর্ণা ভট্টাচার্য (১৯৭৬), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮,বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬